

## পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি :-

অপর ব্যক্তির মনের দেহগত বা অন্যান্য প্রকারের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পদ্ধতিকেই মনোবিদ্যায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে।

পর্যবেক্ষণ বলতে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বোঝায় না, পরোক্ষ বা আনুমানিক জ্ঞানকে বোঝায়। আমরা প্রত্যক্ষভাবে কেবল নিজেদের মনকেই জানতে পারি। কিন্তু অপর ব্যক্তির মনকে জানতে হয় পরোক্ষভাবে তার আচরণ লক্ষ্য করে।

যেমন - কোন ব্যক্তি যে ফুরুর হয়েছে তা আমরা অনুমান করতে পারি তার ক্রোধের দেহগত বহিঃপ্রকাশ এর মাধ্যমে।

## পর্যবেক্ষণের পরিধি

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক । কারণ ব্যক্তিমনকে(individual mind) জানার জন্য আমরা অপর ব্যক্তির দৃষ্টি, ভাবভঙ্গি, ভাষা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে পারি, এবং সমষ্টি মনকে জানতে হলে বিভিন্ন জাতির বা গোষ্ঠীর রীতি-নীতি ,আচার-আচরণ ,বিধি-নিষেধ,প্রচলিত প্রথা ,সংস্কার প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা প্রয়োজন।

আবার ,প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া শিশু বা প্রাণী মন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের বাহ্য আচরণ বা ব্যবহারের ভিত্তিতে তাকে জানতে হবে ।

এছাড়াও অস্বভাবী ব্যক্তিদের মন(abnormal mind) এবং জডধীদের (idiot) মন সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তা জানতে হবে তাদের বাহ্য-আচরণ বা বিভিন্ন প্রকারের দেহগত পরিবর্তনের মাধ্যমে।

## পর্যবেক্ষণের সুবিধা

- (১) একমাত্র পর্যবেক্ষণের সহায়তায় আমরা অপরের মনকে জানতে পারি। অন্তর্দর্শন কেবলমাত্র নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ দেয়। কিন্তু অপর ব্যক্তির মনকে সোজাসুজি ভাবে প্রত্যক্ষ করার কোন সুযোগ অন্তর্দর্শনের দ্বারা সম্ভব নয়। অপরের মনকে না জানতে পারলে মন সম্পর্কে সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা কিভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।
- (২) শিশুমন বা প্রাণীমন সম্পর্কে জ্ঞান অন্তর্দর্শনের সাহায্যে লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। তার জন্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।
- (৩) আবার জড়ধী ও অস্বভাবী ব্যক্তির এবং অসভ্য ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্দর্শনের সহায়তায় নিজে মনের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। তাদের মনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে তাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে পর্যবেক্ষণই হবে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

# পর্যবেক্ষণের ত্রুটি বা অসুবিধা

(১) অনেক সময় পর্যবেক্ষণলব্ধ মানসিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কেননা বাহ্যিক আচরণ বা দেহগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে অপর ব্যক্তির মন সম্পর্কে অনুমান করার সময় আমরা নিজেদের ভাবনা - চিন্তা এবং অনুভূতি অপরের মনে আরো করতে পারি। তারফলে সেই অনুমান ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(২) ব্যক্তিগত সংস্কার, পূর্ব ধারণা এবং পক্ষপাত-প্রবণতা অপর ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক অবস্থা অনুমানের ও যথাযথ ব্যাখ্যার পথে অন্তরায় হতে পারে। কারণ পক্ষপাত শূন্য হয়ে বিচার করতে না পারলে বিচার দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(৩) ভন্ডের ভন্ডামি বা কপট ব্যক্তির বাহ্য-আচরণ বা দেহগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে মনের খবর সঠিক অনুমান করা খুবই কঠিন।

# পর্যবেক্ষণের ত্রুটি বা অসুবিধা দূর করার উপায়

- (১) গঠনমূলক কল্পনাশক্তি, যথাযথ অনুমান শক্তি এবং মানসিক সতর্কতার সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ত্রুটিগুলি অনেকাংশে দূর করে যেতে পারে।
- (২) নিরপেক্ষভাবে ও সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে অনুমান করার অভ্যাস অনুশীলন করতে পারলেই পর্যবেক্ষণের ত্রুটি থেকে অধিকাংশে মুক্ত হওয়া সম্ভব।
- (৩) মানসিক সতর্কতা এবং ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রে এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে।
- (৪) একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বারবার পর্যবেক্ষণ করে বা পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একই ধরনের উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে ও তার তুলনামূলক বিচার করে পর্যবেক্ষণের ত্রুটিগুলি দূর করে যেতে পারে।

**Thank You**